সংবাদ

তারিখ ... 25. JAN. 2012.
পৃষ্ঠা ...১... কলাম...১... ......

জবি ছাত্রলীগ দু'গ্রুপে ৬ মাসে ২০ বার সংঘর্ষ

০ তুচ্ছ ঘটনায় সংঘর্ষ : আহত ১০

প্রতিনিধি, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের নতুন আহ্বায়ক কমিটি হওয়ার পর থেকে গত ৬ মাসে কমপক্ষে ২০ বার সংঘর্ষের ঘটনা ঘটেছে। গতকালও তুচ্ছ ঘটনাকে কেন্দ্র করে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক সাইফুল ও যুগ্ম আহ্বায়ক আরিফের গ্রুপের মধ্যে দফায় দফায় সংঘর্ষ ও ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। এ সময় ছাত্রলীগের ওই দুই গ্রুপের নেতাকর্মীরা দেশীয় বিভিন্ন অস্ত্র ব্যবহার করে একে অন্যের ওপর চড়াও হয়। এতে ছাত্রলীগের ওই দুই গ্রুপের ১০ জন কর্মী আহত হয়েছে। এদের মধ্যে গুরুতর আহত অবস্থায় আবু কাউসারকে স্থানীয় একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়েছে। পরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের নেতারা পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে ব্যর্থ হলে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক ওই স্থানে এসে দুই গ্রুপকে শান্ত করেন। এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের ঐ দু'গ্রুপের দুই শীর্ষ নেতাকে শোকজ ও ১৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে। প্রত্যক্ষদর্শীরা জানান, গত সোমবার রাতে ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী

দু'গ্রুপে : পৃষ্ঠা : ১৫ ক : ২

...কাল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ে ছাত্রলীগের দু'গ্রুপের ধাওয়া-পাল্টা ধাওয়া -সংবাদ

দু'গ্রুপে : সংঘর্ষ

(১ম পৃষ্ঠার পর)

আরামবাগ হোটেলে সিট বসা নিয়ে ছাত্রলীগের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম আকন্দ গ্রুপের কর্মী নয়নের সঙ্গে যুগ্ম আহ্বায়ক খন্দকার আরিফুজ্জামান গ্রুপের নান্নুর বাকবিতণ্ডা হয়। পরে তারা উভয়ে নিজ নিজ গ্রুপের কর্মীদের ওই স্থানে ডাকলে তাদের মধ্যে মারামারি বাধে। ওই ঘটনার জের ধরে গতকাল সকাল থেকেই ক্যাম্পাসে শোডাউন দিচ্ছিল ওই গ্রুপের নেতাকর্মীরা। পরে আরিফ গ্রুপ ক্যাম্পাসের শহীদ মিনারের সামনে ও সাইফুল গ্রুপ নতুন ভবনের সামনে অবস্থান নেয়। দুপুর সাড়ে ১২টার দিকে আরিফ গ্রুপের কর্মীরা রামদা, চাপাতি, বটি, কিরিচ, রড ও লাটি নিয়ে ধাওয়া দিয়ে সাইফুল গ্রুপের কর্মীদের ক্যাম্পাস থেকে বের করে দিলে সংঘর্ষের সূত্রপাত হয়। এ সময় আরিফ গ্রুপের কর্মীদের হাতে সাইফুল গ্রুপের কর্মী ও একাউন্টিং বিভাগের এমবিএর ছাত্র আবু কাউসার গুরুতর আহত হয়। তাকে ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী একটি হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। সাইফুল গ্রুপের কর্মীরা ক্যাম্পাসের পার্শ্ববর্তী নগর সিদ্দিকি প্লাজার সামনে অবস্থান নেয়। পরে দুপুর ১টায় সাইফুল গ্রুপের কর্মীরা রড, বটি, হাতুরি, কিরিচ, রামদা নিয়ে ক্যাম্পাসের পেছনের গেট দিয়ে ঢুকে আগে থেকে শহীদ মিনারে অবস্থানরত আরিফ গ্রুপের কর্মীদের ধাওয়া করে। পরে আরিফ গ্রুপের কর্মীরা ক্যাম্পাসের কলা ভবনের ভেতরে অবস্থান নেয়। এ সময় আরিফ গ্রুপের নেহার, তরিকুল, সিব্বির ও সাইফুল গ্রুপের কামরুল, ওলিউল, সানি, রুবেল আহত হয়। পরে সাইফুল গ্রুপের কর্মীরা কলা ভবনে থাকা আরিফ গ্রুপের সোহাগের ঢাকা মেট্রো এল এ - ১৫-৮৬৩৫ মোটর বাইকটি ভাঙচুর করে। পরিস্থিতি নিয়ন্ত্রণে আনতে দুপুর ২টায় ছাত্রলীগের কেন্দ্রী সভাপতি এইচএম বদিউজ্জামান সোহাগ ও সাধারণ সম্পাদক সিদ্দিকী নাজমুল আলম ক্যাম্পাসে এসে ছাত্রলীগের দুই গ্রুপের কর্মীদের শান্ত করার চেষ্টা করেন। পরে তারা বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরের রুমে বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্রলীগ নেতাদের সঙ্গে বৈঠক করে। বৈঠক শেষে তারা রুমের বাইরে অবস্থানরত সাংবাদিকদের জানান, যারা এ ঘটনার সঙ্গে যুক্ত রয়েছে তাদের শাস্তি দেয়া হবে। জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের বিষয়ে যে কোন ধরনের সিদ্ধান্ত আসতে পারে।

সন্ধ্যার পরে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের আহ্বায়ক সাইফুল ইসলাম জানান, এ ঘটনায় বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগ থেকে ১৭ জনকে বহিষ্কার করা হয়েছে।

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের আহ্বায়ক কমিটি হওয়ার পর থেকে গত ৬ মাসে এ ঘটনা নিয়ে ক্যাম্পাসে কমপক্ষে ২০ বার ছাত্রলীগের অন্তঃকোন্দলের ঘটনা ঘটেছে। গত ২০ ডিসেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ কর্মকর্তাকে লাঞ্ছিত করে ছাত্রলীগের নেতারা। ফ্রি খেতে না দেয়ায় গত ৩ দিন আগে বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যান্টিনের ক্যাসিয়ারকে মারধর করেছে ছাত্রলীগের কর্মীরা। এছাড়া গত সোমবার বিশ্ববিদ্যালয় সাংস্কৃতিক কেন্দ্রের কমিটিতে ছাত্রলীগের কর্মী পদ না পাওয়ায় ৩ সাংস্কৃতিক কর্মীকে মারধর করেছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। এছাড়া ক্যাম্পাসের আশেপাশের হোটেলগুলোয় ফ্রি খাওয়া ও চাঁদাবাজিতে জড়িয়ে পড়েছে ছাত্রলীগের নেতাকর্মীরা। যার কারণে আধিপত্য বিস্তার নিয়ে প্রায়ই ক্যাম্পাসে ও ক্যাম্পাসের বাইরে সংঘর্ষে জড়িয়ে পড়ছে তারা। এছাড়া বিভিন্ন তুচ্ছ ঘটনা নিয়ে ক্যাম্পাসের বিভিন্ন বিভাগে প্রায় সংঘর্ষে লিপ্ত হচ্ছে ছাত্রলীগের এ শাখার নেতাকর্মীরা।